দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...১-৪ ... 2004
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

নার্সিং উচ্চ শিক্ষায় দুর্নীতি

অযোগ্য কর্মকর্তারাই অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির অন্তরায়

॥ আবুল খায়ের ॥

নার্সিং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের পাশাপাশি চলছে অনভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য। এর ফলে নার্সিংয়ের উচ্চ শিক্ষা কতিপয় অযোগ্য কর্মকর্তার হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কর্মকর্তারা বলেছেন, নার্সিংয়ের শিক্ষা বিভাগে মাত্র ৫ থেকে ৬ জন প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা তাদের মনগড়া কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্নীতি-অনিয়ম ও অনভিজ্ঞতার আবর্তে নার্সিং উচ্চ শিক্ষা জিম্মি হয়ে পড়েছে। এ কারণে অভিজ্ঞ জনবল তৈরির ক্ষেত্রে নার্সিং শিক্ষা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ বলেছেন, ইতিমধ্যে জাপান সরকার নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিচ্ছে। যা দিয়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞ (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নার্সিং উচ্চ শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

জনবলের মারাত্মক সংকট থাকায় তা করা সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নার্সিং শিক্ষা অনেক গুণ পিছিয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে নার্সিং উচ্চ শিক্ষায় ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অভিজ্ঞ জনবল তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা এই মুহূর্তে জরুরি।' অভিজ্ঞ জনবল তৈরির জন্য নার্সিংয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শর্তাবলী পরিহার করে সহজতর শর্তাবলী গ্রহণ করা উচিত বলে উক্ত পরিচালক অভিমত পোষণ করেছেন। নার্সিং উচ্চ শিক্ষায় বরাদ্দকৃত ৬০ মিলিয়ন ডলার অভিজ্ঞ জনবলের অভাবে ব্যয় করা নিয়েও কর্তৃপক্ষ পড়বে বিপাকে। এই আশংকা করেছেন মন্ত্রণালয়ের কয়েক কর্মকর্তা।

সম্প্রতি নার্সিং উচ্চ শিক্ষা এমএসসি ও পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য সেবা পরিদফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের বয়সসীমা এমএসসির ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর ও পিএইচডির ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৭ বছর, শিক্ষা জীবনে কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী, রেফার্ড বা সাপ্লিমেন্টারি গ্রহণযোগ্য নয়, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী পরীক্ষাসমূহে বা সমমানের নিয়মিত পাস হতে হবে, বিএসসি নার্সিং ও পাবলিক হেলথ নার্সিং পরীক্ষায় নিয়মিত পাস হতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এই ধরনের শর্তাবলী দেয়ার কারণে সিনিয়র স্টাফ নার্স ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ৯৬ ভাগ উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই নিয়ে দেশব্যাপী নার্সিং পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

এদিকে সেবা পরিদফতর উক্ত বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী ভঙ্গ করেছেন। রেফার্ড বা সাপ্লিমেন্টারি পাস করে সাতজনকে এমএসসি ও পিএইচডি কোর্সে নির্বাচিত করেছে। এর পিছনে রয়েছে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। উক্ত কঠিন শর্তাবলীর কারণে অনেক মেধাবী নার্স উচ্চতর কোর্সে অংশগ্রহণ করতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নার্সিং উচ্চ শিক্ষার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদফতরের (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধীনে ন্যস্ত করার জন্য মেধাবী নার্সরা দাবি জানিয়েছেন। বিদেশে যে বিশ্ববিদ্যালয় এমএসসি ও পিএইচডি কোর্সে এদেশ থেকে নার্স নিয়োগের সুযোগ দিয়েছে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয় কোন ধরনের শর্তাবলী দেয়নি বলে জানা যায়।

এই ব্যাপারে সেবা পরিদফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আয়নারা বেগম বলেছেন, এমএসসি ও পিএইচডি কোর্সে নির্বাচিতদের মধ্যে শর্তাবলী ভঙ্গ করে কাউকে নির্বাচিত করার বিষয়টি তার জানা নেই। নার্সিং-এ অভিজ্ঞ জনবলের অভাব রয়েছে এবং শিক্ষকের অনুরূপ অভাব। তবে উক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী এমএসসি ও পিএইচডিতে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচিত করা নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি বলে তিনি জানান।